নিতুর জন্য গল্প

মুসাররাত জাহান শ্বেতা

সপ্তাহের সাধারন দু'দিনের ছুটির সাথে আজকে একটা বাড়তি ছুটির দিন। আগামী দু'চার দিনে কোন ক্লাসটেষ্ট কিংবা অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেয়ার তাড়া নেই। ছুটির দিন বলেই হয়তো রাস্তায় রিক্সার টুং টাং কিংবা মোটর গাড়ির ঘড়ঘড় আওয়াজ কম। তাছাড়া আকাশটাও মেঘলা, যার জন্য যতটানা বেলা হয়েছে, মনে হচ্ছে তার চেয়ে কম। আজ ঘুম ভাঙার তাড়াহুড়ো নেই অথচ এসব দিনেই খুব ভোরে ঘুম ভাঙা চাই। তারপর বিছানায় শুয়ে থাকাটা একটা বোরিং ব্যাপার। বাইরে বৃষ্টি শুরু হবে হবে করছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে পুরো দিনটাই ঘরের মধ্যে বোরিং ভাবে কাটাতে হবে।

আয়নার সামনে কিছুক্ষন দাড়িয়ে থাকলাম। কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। আসাইনমেন্ট কিংবা পরিক্ষার পড়া না থাকলে আমি পড়ে যাই খুব মুসকিলে । আমার আর কিছুই করার থাকেনা।

এই ভোর বেলা দেখি বাবা তার প্রিয় গানের রেকর্ড বাজাচ্ছেন। আমার সব বন্ধুদের বাড়িতে যখন সিডি প্লেয়ার কিংবা ডিভিডি, তখনো আমার বাবা এই প্লাস্টিকের রেকর্ড নিয়ে পড়ে আছেন। অবসর সময়ে তিনি এই গুলোর ধুলো মোছেন। আমাকে বসার ঘরে ঢুকতে দেখে খুশি হয়ে বল্লেন "মিউজিক হচ্ছে একটা স্বর্গীয় ব্যাপার, এই মিউজিকটা শোন, ক্লাসিক! তাই না?"

বলতে বলতে তার চোখ বন্ধ হয়ে এলো। আমি জানি এরপর বাবা কি বলবেন। আগে হাজার বার শুনেছি। কিংবা হাজারের চেয়ে দু'চার বার বেশি। তার সংগ্রহের বিভিন্ন রেকর্ড দেখিয়ে বলতে শুরু করলেন "এই রেকর্ডটা আমি পয়ত্রিশ বছর আগে সংগ্রহ করেছি, ঐ রেকর্ডটা আমার বাবার কাছ থেকে পাওয়া ... ।" আমি দ্রুত বসার ঘর পার হয়ে বারান্দায় চলে গেলাম। পৃথিবীতে এত লক্ষ লক্ষ গানের রেকর্ড থাকতে এই একই স্ক্র্যাচ পড়া রেকর্ডের গানে কি এমন আছে যা নিয়ে একজন মানুষ পয়ত্রিশ বছর ধরে আনন্দ পেতে পারে?

আমাদের ছোট্ট বারান্দায় আমার মার ছোট বড় টবে অনেক গাছ রয়েছে। আনেকদিন পর মাও একটা বাড়তি ছুটি পেয়ে তার টবের বাগান নেড়ে চেড়ে বসেছেন। বাড়ান্দার এক কোনায় বসে গাছগুলোতে সার কিংবা পানি কিছু একটা দিচ্ছেন আর পাশের ফ্ল্যাটের বারান্দায় দাড়ানো গাছ প্রেমিকা সেবার সাথে কথা বলছেন। তাদের কথার বিষয় হচ্ছে 'বাশ ঝাড়'। মার লেটেস্ট কালেকশন যে ছোট বাশ ঝাড়টা (চাইনিজ বাম্বু) তা মা এনেছেন মেজমামীর কাছ থেকে, সেটা দেখে সেবার চোখ কপালে উঠেছে। এতো বিরল প্রজাতির সংগ্রহ নাকি সারা ঢাকায় সে দেখেনি। সেবার বারান্দায়ও রয়েছে অনেক বিরল প্রজাতির গাছ তবে সে সারাক্ষনই তাকিয়ে থাকে আমার মার বাগানের নতুন সংগ্রহের দিকে। মা তাকে আস্বত্ব করে বলে "The grass is always greener on the other side of the fence." সেবার সাথে কথা বলার এক ফাকে মা আমাকে তার একটা ক্যাকটাস গাছ দেখিয়ে বল্লেন "এটাতে এখন ফুল ফোটার সময়। তবে ফুল ফোটে রাতের বেলা। এই সরু সরু সাপের মত গাছ গুলোতে বড় বড় পদ্ম ফুলের মত ফুল ফোটে। ভোর হওয়ার আগেই আবার সব ফুল মরে যায়। চাঁদনী রাতে এই ফুল ফোটার দৃশ্য দেখতে খুবই অসাধারন লাগবে, তাই না?"

ক্যাকটাসে ফুল ফুটলো কি ফুটলো না তা নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যাথা নেই। মা সেবার গাছ চর্চা জমে উঠেছে দেখে আমি বড় আপার ঘরের দিকে গেলাম, দরজা খুলে উকি দিয়ে দেখি সে তখনো বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। তার বিছানায় যে বইটা সে কয়েক দিন ধরে পড়ছে তার নাম The promise of sleep। মাঝে মাঝে সেখান থেকে ইন্টারেস্টিং দু'চার লাইন আমাকে পড়ে শুনিয়েছে। দুনিয়ার যতসব এলেবেলে বই দিয়ে তার ঘর ভর্তি করে রেখেছে। ক্লাসের বই পড়ার তার আগ্রহ কম, তবে ফিকশন বা নন-ফিকশন যে কোন বই হলেই হলো। সে ক্লাসের বই পড়ে অবসর সময়ে। আমাকে দেখে আড়মোড়া ভেঙে বলল "বইটা শেষ করলাম, চমৎকার একটা বই। তুমিও পড়তে পার।"

"তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, আপা? আমাকে এই সব বই পড়তে বলছো? খুব বোরিং লাগছে, চলো একসাথে চা খাই। আমি রান্নাঘরে দেখে আসি চা কদ্দুর হলো।"

ছুটির দিন মিনার মা বুয়ার মেজাজও সাধারনত ভালো থাকে। সকাল বেলা মন ভরে ঘুমাতে পারে। তাছাড়া ছুটির দিনে সে কষ্ট করে রুটি বানায় না। চাল ডাল সব একসাথে করে খিচুড়ী বসিয়ে দেয়। যে দিন তার মন ভালো থাকে সেদিন খিচুড়ীও হয় চমৎকার। এদিন সে খুচরা পাতা দিয়ে চা না বানিয়ে, টি-ব্যাগ দিয়ে চা বানায়। আমাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেখে বলল "চা লাগবে? এইতো প্রায় হয়ে গেছে। এইমাত্র টি-ব্যাগ ছাড়লাম।" আমি চুলার কাছে গেলাম। ফুটন্ত পানিতে টি-ব্যাগ থেকে রং ছড়াচ্ছে। বুয়া ব্যাগগুলোকে নাড়তে নাড়তে বলল "বুঝচ্ছেন আপা, মেয়ে মানুষ হইলো এই টি-ব্যাগের মত। ফুটন্ত পানিতে না পড়লে বুঝা যায় না এদের মধ্যে কি আছে!" বুঝলাম সে ভাবের জগতে আছে। বুয়ার অপেক্ষায় না থেকে আমি নিজেই দু'টো কাপে চা ঢালতে যাচ্ছি, বুয়া আমাকে বাধা দিয়ে বলল "আজকে ভালো কাপে চা দিব। আপা, আমরা পেটের ক্ষুধা টের পাই তাই ভাত খাই, শরীর চাঙ্গা হয়। কিন্তু মনের ক্ষুধা আমরা বুঝিনা, মনটা খারাপ হইলে তারও দাওয়াই লাগে। ভালো কাপে চা খাইলে দেখবেন মনটাও চাঙ্গা হবে।"

ছুটির দিনে বুয়া উপরের তাকে তুলে রাখা উন্নত মানের সার্ভিংডিশে খাবার পরিবেশন করতে ভালোবাসে। এটা তার বহুদিনের সখ। আমি একটু আবাক হয়ে গেলাম। সত্যিইতো, বাড়ীর সবার মনের তৃষ্ণা মেটানোর কিংবা নিঃসঙ্গ সময় পার করার মত কিছুনা কিছু করার আছে। এই সখগুলো তাদের অবসরের সঙ্গী। এগুলো নিয়ে তারা জীবনের অনেক সুন্দর সময় কাটিয়েছে। অথচ আমার ছকবাধা জীবনে এমন কোন কিছুই আমি কোনদিন আবিষ্কার করতে পারিনি যা আমার নিঃসঙ্গতার অবলম্বন হতে পারে।

ছোটবেলায়, গানের সুর ছিলনা বলে বাবা আমাকে সেতার শেখানোর চেষ্টা করেছিলেন, মফঃস্বল শহরে বহুকষ্টে একজন সেতার বাদক ওস্তাদকে খুজে বের করেছিলেন আমাকে বাড়ীতে এসে সেতার শেখানোর জন্য। ওস্তাদের জন্য টিউশনিটা যথেষ্ট উপকারী ছিল কিন্তু আমার সুর-লয়ের দৌরাত্ম দেখে বেচারা নিজেই টিউশানিতে ইস্তফা দিয়ে চলে গেলেন।

বুয়া যত্ন করে সুন্দর কাপগুলো ধুচ্ছে, আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম। আমার পড়ার টেবিলে পাট পাট করে গোছানো সব বই, ক্লাসের পড়ার বাইরে অতিরিক্ত কোন বই নেই। একটা টি-স্কেল, দু-টো

সেটস্কোয়ার, একটা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর এবং কিছু মার্কার। ডেস্ক ক্যালেন্ডারে আগামী সপ্তাহের কুইজের দিনগুলো লাল মার্কার দিয়ে দাগানো। ঘরের কোথাও কোন বাহুল্য জিনিষ নেই। ঠিক যেন এক রোবট-মানবীর ঘর। জানালার কোনায় মা একটা ড্রেসিনা গাছের টব রেখেছিলেন, পানির অভাবে গাছটাও কবে যেন শুকিয়ে গেছে।

সুন্দর কাপ পিরিচে বুয়া চা নিয়ে এসেছে। বুয়ার পেছনে পেছনে সেবা আর তার ভাইয়ের মেয়ে নীতুও এসেছে। সেবা হয়তো মার কাছে বাশ ঝাড়ের চারার জন্য বুকিং দিতে এসেছে, যেন চারা হলে তাকেই আগে দেওয়া হয়। নীতু সরাসরি আমার ঘরে চলে এসে বলল "আন্টি সেই গল্পটা আবার বলনা!" নীতু সবে মাত্র স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। সে খুব চঞ্চল না হলেও খুব কৌতুহলী। আমার কাছে গল্প শুনতে সে খুব পছন্দ করে। কিন্তু মুশকিল হলো আমি সব সময়ই তাকে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলি। বানানো গল্প পরের দিন আর মনে করতে পারিনা। আমি অন্য একটা গল্প বানানোর চেষ্টা করলাম।

নীতু মনযোগ দিয়ে গল্পটা শুনলো, গল্পের চরিত্রগুলো তার পছন্দ হয়েছে। চরিত্রগুলো নিয়ে সে চিন্তা ভাবনা করছে এবং তাদেরকে মেলানোর চেষ্টা করছে বলে মাঝে মাঝে আমাকে প্রশ্নও করছে। গল্পের মাঝামাঝি এসে সেবা তাকে নিয়ে যেতে এলো। যেতে যেতে নীতু তার ফুপিকে আজকের নতুন গল্পটা গড়গড় করে বলতে থাকলো। আমি ওদের চলে যাওয়ার দিকে অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

নীতু আর কিছুক্ষন থাকলে ভালোই হতো। নিজের অজান্তেই আবিস্কার করলাম, নীতুই যে শুধু আমার গল্প শুনতে ভালবাসে তা নয়, আমিও তাকে গল্প বলাটা উপভোগ করি। গল্প শুনে তার চোখে মুখের বিস্ময় আর খুশির ঝলকানি দেখতে আমার ভালো লাগে। আমার যান্ত্রিক রুটিনের দিনগুলিতে আমি কখনো আবিষ্কার করি নাই যে আমারও কিছু একটা করার আছে যতে আমি নিজে আনন্দ পাই। আমি কাগজ কলম নিয়ে নীতুর জন্য একটা নতুন গল্প লিখতে বসে গেলাম। পরের দিন তাকে এই গল্পটা পড়ে শোনাতে হবে।

ই-মেলঃ *musarrat_jehan@yahoo.com*
http://e-Mela.com